Naya Jamana new....manas....._Layout 1 28-08-2026 22:03 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১০ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২৮ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬৬ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

শুটিংয়ে বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা দিয়া মির্জার

আর জি কর কাণ্ডে ডেডলাইন বেঁধে দিল হাই কোর্ট

তিব্বতে হ্রদ ভেঙে ফের হড়পা বানের শঙ্কা নেপালে!

বিধ্বস্ত নেপালে মৃতের সংখ্যা পাঁচশো ছুঁইছুঁই

ট্রেন বা স্টেশন নোংরা করলে জরিমানা ১০০০ টাকা!

আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি মমতার

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে বিজেপি সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, যত মামলাই দেওয়া হোক না কেন, তৃণমূলকে দমিয়ে রাখা যাবে না এবং প্রয়োজনে তিনি আন্তর্জাতিক আদালতেও যাবেন।২১ জুলাইয়ের পর ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়েও তৃণমূলের দুই শিবিরের মধ্যে টানাপোড়েন লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে সভা করার অনুমতি পায় কালীঘাট তৃণমূল, আর সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ওই মঞ্চ থেকে ছাত্র-যুবদের রাস্তায় নেমে আন্দোলনের ডাক দিয়ে মমতা বলেন, প্রয়োজনে জেলে যেতে হলেও যেন যান, কিন্তু বিজেপির কাছে মাথা নত না করেন।এরপরই বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, হাজার হাজার মামলা দিলেও সুপ্রিম কোর্টে লড়াই চলছে, প্রয়োজনে তিনি নিজেও ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে যাবেন। সরকার এবং গ্রেফতারে যুক্ত ব্যক্তিরাও একদিন ফাঁসবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।জেলা সফর নিয়েও ঘোষণা দেন মমতা। জানান, অনুমতি না মিললে রাস্তায় হেঁটেই কর্মসূচি পালন করবেন। পুলিশি অনুমতি প্রসঙ্গে বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বারবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। পুলিশ অনুমতি না দিলে জনগণের অনুমতি নিয়েই কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়ে দেন তিনি।

রাখিবন্ধনে যাদবপুরের দেশ বিরোধীদের তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে শুক্রবার ভবানীপুরে দেশবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে রেড স্যালুট কিষানজি লেখা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। বলেন, কষ্ট হয় যখন কলকাতার রাস্তায় আজাদি স্লোগান ওঠে। কীসের আজাদি? দেশ তো কবেই স্বাধীন।যাদবপুরের দেওয়ালে লেখা থাকে রেড স্যালুট কিষানজি। কী শেখাচ্ছেন নতুন প্রজন্মকে? কে এই কিষানজি, যিনি দেশভাগ দাবি করেন, সংবিধান মানেন না। পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম নিয়ে আপত্তি তোলা হয় কেন, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। বলেন, ভিতর থেকে যারা দেশকে আক্রমণ করে, রাখিবন্ধনের দিন তাদের বাড়ির আবর্জনার মতো পরিষ্কার করার শপথ নিতে হবে।এদিন ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় রাখিবন্ধন উৎসবে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদান এবং সংগ্রামীদের লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন তিনি। বহিঃশত্রুর প্রসঙ্গে বলেন, বাইরের শত্রুদের জন্য আমাদের সেনাবাহিনী আছেই।

ওদের ঘরে ঢুকে নাম-নিশান মিটিয়েছে বায়ুসেনা। তবে দেশের ভিতরেও অনেকে আছে। কলকাতার রাস্তায় আজাদি স্লোগান ও কাশ্মীর মাগে আজাদি লেখা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কীসের আজাদি? ১৯৪৫ সালেই দেশ স্বাধীন হয়েছিল।এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলা বিভাগের দেওয়ালে মাওবাদী নেতা কিষানজিকে স্যালুট জানানো লেখা কেন থাকবে। তাঁর প্রশ্ন, ভোট বয়কটের কথা বলা, সংবিধান না মানা কিষানজির থেকে আগামী প্রজন্ম কী শিখছে? জাতীয় সংগীতকে অপমানকারীদের বিরুদ্ধেও কড়া বার্তা দেন তিনি।

খোল হাতে মমতার বাড়ির সামনে কীর্তনে মুখ্যমন্ত্রী

নজরুল মঞ্চে তরুণদের দেশগঠনের ডাক

নয়া জামানা, কলকাতাঃ রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে শুক্রবার পালিত হল নানা কর্মসূচি। এদিন সকালে ভবানীপুরে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠান শেষে গলায় খোল ঝুলিয়ে এলাকায় পদযাত্রায় শামিল হন তিনি। পদযাত্রা চলাকালীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে খোল বাজিয়ে কীর্তন করেন শুভেন্দু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাপস রায়, পাপিয়া অধিকারী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।চলতি বছর রাজ্য সরকার রাখিবন্ধন উৎসব ঘটা করে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা। রাজ্যজুড়ে মোট ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৫০০টি রাখি সরবরাহ করা হয়েছে, যার পেছনে খরচ হয়েছে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা।ভবানীপুরের অনুষ্ঠানে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদানের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই রাখি রাষ্ট্রবাদ ও ভাতৃত্বের প্রতীক। পহেলগাঁও হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় সেনাবাহিনী সক্ষম হলেও দেশের অভ্যন্তরে কিছু মানুষের কার্যকলাপ উদ্বেগজনক। কলকাতার রাঙ্গা স্তায় আজাদি স্লোগান ও কাশ্মীর মাগে আজাদি লেখা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি মনে করিয়ে দেন, দেশ ১৯৪৭ সালেই স্বাধীন হয়েছে।এরপর মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি চলে যান নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বহু পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষ। তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ-রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম সম্পর্কে সচেতন থেকে পরিবারের পাশাপাশি দেশের জন্যও কাজ করতে হবে।

ছাত্র সংসদ ভোট ফেরানোর দাবি ঋতব্রতর

নয়া জামানা ঃ কলেজের পরিচালন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচন;দুই প্রশ্ন একসঙ্গে তুলে বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার রানি রাসমণি রোডে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের কলেজগুলিতে দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচন শুরু করতে হবে। একই সঙ্গে কলেজের পরিচালন সমিতিতে বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদদের প্রতিনিধিত্ব নিয়েও আপত্তি জানান তিনি। ছাত্র রাজনীতির প্রসঙ্গে ঋতব্রত বলেন, ক্ষমমমতা সরকার ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র আন্দোলনের প্রোডাক্ট। ছাত্র সংসদ নির্বাচন অবিলম্বে করতে হবে।ক্ষ্ম তাঁর বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত ঘিরে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে যে অবস্থান নিয়েছিল, প্রশাসনে এসে তা বদলানো হচ্ছে বলে অভিযোগ ঋতব্রতর। তাঁর কথায়, ক্ষ্মতৃণমূলের ভুলের উপর দাঁড়িয়ে সরকার চালাবেন না। এই সরকার যা বলেছিল সেই অনুযায়ী কাজ করছে না। মমতায়ন, অনিলায়ন করবেন না।ক্ষ্ম এই 'অনিলায়ন' শব্দটির রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। বাম আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রভাবের অভিযোগ বোঝাতে সিপিএমের প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের নাম থেকে শব্দটির প্রচলন হয়েছিল। পরে তৃণমূল আমলেও শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ উঠেছে। সেই পুরনো বিতর্কের সূত্র ধরেই বিজেপি সরকারের বর্তমান অবস্থানকে আক্রমণ করেছেন ঋতব্রত। কলেজ পরিচালনার প্রশ্নটি সামনে এসেছে সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত ঘিরে। ক্ষমতায় আসার পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব কমানোর কথা বলেছিল বিজেপি সরকার।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 28-08-2026 22:03 Page 2

ভালো লাগার শহর

আতাউর রহমান

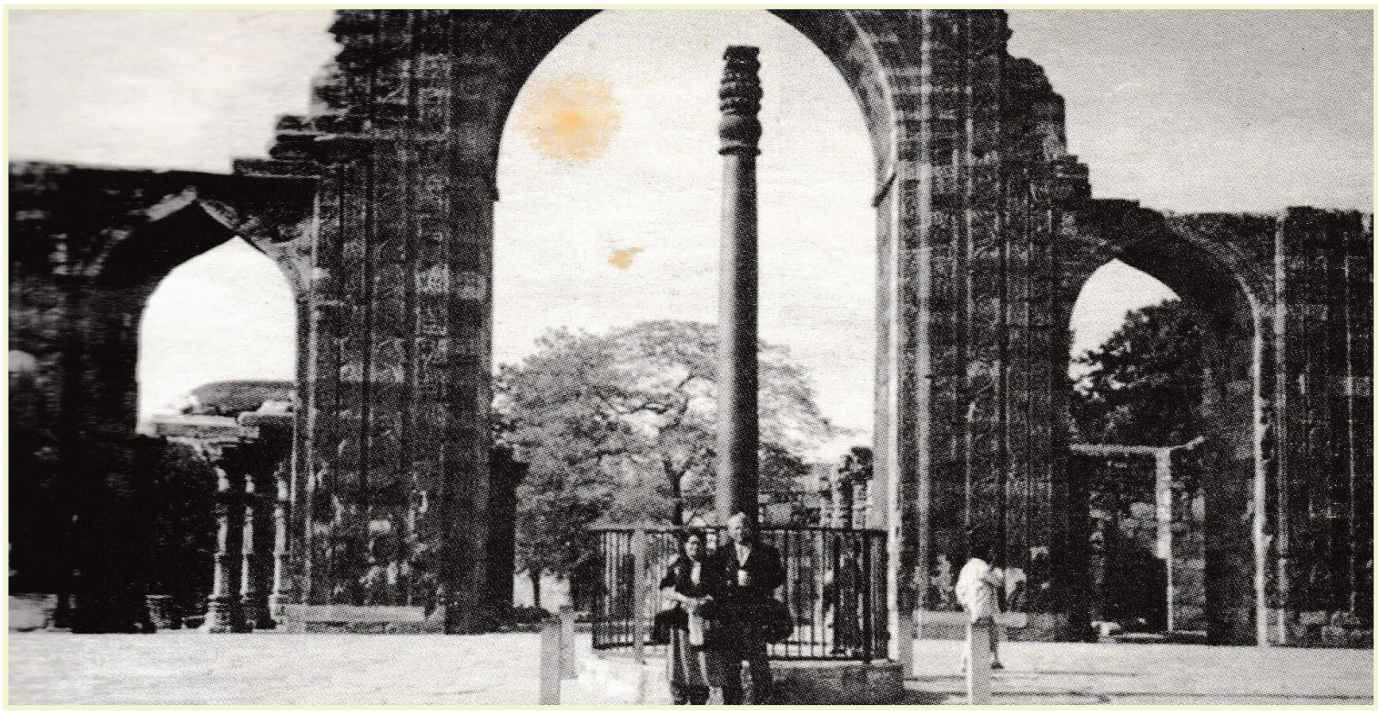

মণ খুব আনন্দের, অন্তত আমার কাছে। আমার মনে হয় টাকা খরচ করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ভ্রমণ । অনেকে বই কেনা, সৌধ নির্মাণ, জনহিতকর কাজ বা দান-ধ্যানের কথা বলবেন। আসলে পেয়ালাভর্তি নানা রঙের পানীয়ের মধ্যে যার যেটা খুশি সে তার নিজের রুচি অনুযায়ী বেছে নেয়। যে পৃথিবীতে জন্মেছি, এই অনিত্য জীবনে তার যতটা সম্ভব দেখে নেয়াটা লাভ মনে হয়। তবে দেশভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় অর্থসংকটের কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না । ভ্রমণের তো একটা খরচ আছে। আমি পৃথিবীর প্রায় চৌদ্দটি দেশ ভ্রমণ করেছি। বেশির ভাগ সময়ে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে যাতায়াত খরচ মেটাতে হয়নি, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও উদ্যোক্তারা করেছেন, তবুও নিজের পকেটের পয়সা কিছুটা হলেও খরচ হয়, কারণ প্রিয়জনের জন্য বাজার- সদাই সামান্য হলেও না করে উপায় থাকে না। বিদেশ থেকে খালি হাতে ঘরে ঢোকা যায় না। দেশটি যদি ভারত হয়, তাহলে তো কথাই নেই। মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র ও সাজসজ্জার স্বর্গভূমি। অবশ্য আজকাল ছেলেদের জিনিসপত্রও ভারতে প্রচুর মেলে। এবারের ভ্রমণকাহিনী ভারতের দিল্লিকে নিয়ে।গত অক্টোবর মাসে দিল্লি গিয়েছিলাম, ৯ থেকে ২২ অক্টোবর '০৩-এ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের আকাদেমি 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে। ইন্টারন্যাশনালথিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই) ভারতীয় কেন্দ্র এই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে আমি একাই গিয়েছিলাম। বিভিন্ন দেশের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হয়ে আকাদেমির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনার ও নাট্যোৎসবে যোগদান করে। আমাদের রাখা হয়েছিল দিল্লির অভিজাত হোটেল অশোকায়। থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করেছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসান্স (আইসিসিআর)। আমরা ১১ জন বিদেশী এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। একজন ফরাসি, একজন কোরিয়ান, দুজন রোমানিয়ান, দুজন জাপানি, একজন ফিনিশ, আইভরি কোস্টের একজন, একজন স্লোভাকিয়ান, একজন নেপালি এবং একজন বাংলাদেশী, এই ছিল হিসাবটা। এর মধ্যে চারজন ছিলেন মহিলা এবং সাতজন ছিলেন পুরুষ। সাহিত্য, মঞ্চ-নাটক এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বেশ কয়েজন সিদ্ধ পুরুষ এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি এই সেমিনার ও উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবারেরটা ছিল আমার পঞ্চম দিল্লি ভ্রমণ। ভারতের সঙ্গীত নাটক আকাদেমির এই বিরাট উদযাপনের প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে আমার আগেকার দিল্লি ভ্রমণের বৃত্তান্ত সেরে নিই । আমার ধারণায় ভ্রমণের জন্য ভারত অতি উৎকৃষ্ট। এ প্রায় এক মহাদেশ। বিচিত্র স্থল ও জলভাগ। মানুষের ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম, খ াদ্যাভ্যাস এবং জীবনাচরণ বর্ণময়, একের সঙ্গে অন্যের কোনো মিল নেই, তবে এই ভিন্নতার মধ্যেও বৃহত্তর অন্বয় সাধনের প্রয়াস আছে। এ হলো, অনৈক্যের মাঝে ঐক্যের অধিবাস। ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি অতি প্রাচীন । চলমান বিশ্বের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যসহ অনেক ক্ষেত্রে ভারত একটি অগ্রসর দেশ হিসেবে গণ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখ ায় ভারতীয় মহাপুরুষেরা পাশ্চাত্যের ও দূরপ্রাচ্যের সুসভ্য দেশগুলোকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। ভারতের একাধিক রাষ্ট্রনায়ক আমাদের নমস্য। তবুও আধুনিক ভারতে কুসংস্কার আছে, মানুষে মানুষে বিভেদ আছে এবং সর্বোপরি আছে দারিদ্র্য। সেখানে এখ নো সাধারণ মানুষের জীবন-মানের কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। শতকরা সত্তর জন মানুষের এখনো শৌচাগার নেই । শতকরা পঁচাত্তর জনের মাথার উপর পাকা ছাদ নেই অথচ দেশটি ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, হার্ড ও সফটওয়ার শিল্প, চলচ্চিত্র ও আকাশসংস্কৃতির ব্যবসায় অনেক এগিয়ে আছে। অর্থনীতির অসম বণ্টন এর একটা কারণ হতে পারে।

দেশটির অসামংশক (বিভিন্ন ধর্মী) চরিত্রও এর কারণ হতে পারে। এসব সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে ভারত আমাদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করেছে। তাই, ভারত ভ্রমণে পৃথিবীর মানুষ কখনো পিছুপা হয়নি। কুহেলিকা ও প্রহেলিকাময় ভারত। প্রাচ্যবাদিতার দীপ্যমান প্রতীক ভারত আমাদের বারবার আকর্ষণ করে কিন্তু ভারতকে দেখে শেষ করা বোধহয় এক জীবনে সম্ভব নয়। নদ-নদী, পাহাড়-জঙ্গল, উপত্যকা অধিত্যকা, সাগর-মহাসাগর এবং সর্বোপরি হিমালয়ের দেশ ভারতের আকর্ষণ দুর্বার। জাতীয় ও ভিনজাতীয় সভ্যতার মহামিলন ক্ষেত্র ভারত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন/শকহুনদল পাঠান মোগল এক দেহে লীন।দিল্লি প্রসঙ্গে ফিরে আসি। দিল্লি গেটের কাছে রিং রোডে রয়েছে দিল্লির সবচেয়ে শান্তিময় স্থান মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত রাজঘাট । তাঁর স্মৃতির স্মারক একটি কালো মার্বেল পাথরে বিছানো প্রস্তর ফলক। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ সবুজের সমারোহ। কোনো সৌধ নেই। গান্ধীভক্তেরা সেখানে প্রতীকী চরকা কাটে আর গান গায় 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম'। রাজঘাটের নিরাভরণ সৌন্দর্য মনকে বড় প্রশান্ত করে। মনে করিয়ে দেয় সেই ছোট্ট-খ াট্ট মানুষটিকে যাঁকে ব্রিটিশরা উপহাস করে বলত- ভারতবর্ষের অর্ধনগ্ন ফকির। কিন্তু এই ইস্পাত-শক্ত মানুষটির দৃঢ় মনোবল ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে পরাজিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকযন্ত্র । বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তবু ব্রিটিশদের প্ররোচনায় সুইডিশ একাডেমি একাধিকবার তাঁকে শান্তির জন্য নোবেলপুরস্কার দিতে গিয়েও দেয়নি। তাতে করে গান্ধীর কীর্তি ও গৌরব এতটুকু হেয় হয় নি। আজকের এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিশ্বে আজও তাঁর অহিংস নীতি ও সত্যাগ্রহ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। আমি যতবার দিল্লি গিয়েছি রাজঘাটে যেতে কখনো ভুলিনি । এবারেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। রাজঘাটের উত্তরে শান্তিবনে রয়েছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সমাধিবেদি। সেখানে রয়েছে বিরাট গোলাপ ফুলের বাগান। নেহেরু গোলাপ ফুল ভালোবাসতেন, এটা তারই পরিচয়বহ। শেরওয়ানির বোতামঘরে গোলাপ লাগানো নেহেরুর অতি পরিচিত চেহারা আমাদের সবারই জানা ।ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তখ নকার সময়ের নতুন যৌবনের দ্রুত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্মৃতি বিজড়িত ত্রিমূর্তি ভবন আমাকে মুগ্ধ করে। এই ভবন দিল্লির অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান হিসেবে বিখ্যাত। প্রতিদিন প্রচুর লোক সমাগম হয় এখানে। এই ভবনে আছে নেহেরু মিউজিয়াম, যেখানে তাঁর সহজিয়া জীবনযাপনের স্মারক সযত্নে রক্ষিত। তাঁর শোবার ঘর, পড়ার ঘর, ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীতে একটা সহজ সৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। সবই সাধারণ, জাঁকজমকপূর্ণ কোনো সম্ভার নেই। অসাধারণ লেখক নেহেরু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারলাভের উপযুক্ত বলে তাঁর সময়ে অনেকে ভাবতেন। তাঁর ইংরেজি অনবদ্য। বিষয় আরো সুন্দর, মূলত যুগনির্মাণের ইতিহাস, জঙ্গমতার ইতিহাস, মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস এবং সর্বোপরি ভারতের ইতিহাস তো বটেই। জেলখানায় বন্দি অবস্থায় কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে লেখেছেন অসংখ্য পত্ররাজি যা লিপিবদ্ধ হয়েছে বই আকারে, নাম 'গ্লিমসেস অব ওয়ার্লড হিস্ট্রি'। ভারতবর্ষের এ এক অনবদ্য কাব্যময়-ইতিহাস। দিল্লিতে ভ্রমণকালে আমার পুত্র ভারতের বিভিন্ন স্থাপনা সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন করছিল আমি 'গ্লিমসেস'এর পাতা উলটিয়ে ওকে প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলাম। 'দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া'র তুলনা নেই। নেহেরু ভারতীয় জাতিসত্তার এক মনোগ্রাহী পরিচয় তুলে ধরেছেন বইটিতে। নেহেরুকন্যা ইন্দিরা গান্ধীর সারাজীবনের সঙ্গী ছিল এই বইটি । নেহেরুর 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' অর্থাৎ তাঁর আত্মজীবনী বিশ্বের সেরা আত্মজৈবনিক লেখাগুলোর অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মে ৩১, ১৯৩৬ সালে নেহেরুকে ইংরেজিতে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, তপ্রিয় জওহরলাল, এইমাত্র তোমার বইটি পড়ে শেষ করলাম, আমি অভিভূত হয়েছি, তোমার এই কীর্তির জন্য আমি তোমাকে নিয়ে গৌরব বোধ করিদ (বর্তমান লেখককৃত অনুবাদ)। রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং নেহেরুও গুরুদেবের নামে আপ্লুত হতেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা যুদ্ধের ইতিহাস, বড় সাহিত্যকাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। জওহরলাল নেহেরু সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার গেলে উপমহাদেশের অধিবাসী হিসেবে আমার খুব ভালো লাগত ।কুতুব মিনার আর দিল্লি প্রায় সমার্থক, যেমন প্যারিস আর আইফেল টাওয়ার। দাস বংশীয় রাজা কুউদ্দিন আইবকের নামবহ এই অভ্রভেদী কন্তু এখনো পর্যটকদের বিস্ময় জাগায় তবে এই স্তম্ভ এবারের ভ্রমণে আমাকে পীড়িত করেছে। এই স্তম্ভের কাছাকাছি এসে মনে পড়ে গেল, পত্রিকার খবর ও টেলিভিশন নিউজে জেনেছিলাম যে কুতুব মিনারের অভ্যন্তরীণ আরোহণ-সিড়ি দিয়ে নামার সময় আতপীড়িত একদল স্কুলের ছেলেমেয়ে হুড়োহুড়িতে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। এরপর থেকে কুতুব মিনারে চড়া বেশ কিছুকাল বন্ধ ছিল। কুতুব মিনারের পাশে অবস্থান করছে চতুর্থ শতকের চন্দ্রভার্মার তৈরি লৌহমিনার। প্রাগৈতিহাসিক যুগের লৌহস্তম্ভটি মরচেমুক্ত জোড়াবিহীন লৌহখণ্ড থেকে তৈরি। পুরনো যুগের এই প্রযুক্তি- জ্ঞান আমাদের বিস্মিত করে।মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিসৌধের বিপরীতে মুখরা রোডে অবস্থিত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা মহাকবি বাল্মিকীর মতো নিজামউদ্দিন আউলিয়াও নাকি যৌবনে দস্যু ছিলেন, পরে কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে সিদ্ধপুরুষ অর্থাৎ আউলিয়া হিসেবে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারের খাদেমরা খুব করিৎকর্মা। দেখলাম তরতর করে আমার পারিবারিক ইতিহাস পড়ে শুনালো, আমার বাবা, মা, দাদার নাম এমনকি আমার দেশের বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত এদের জানা আছে , যা খাতায় লিপিবদ্ধ করা। এভাবে বিভিন্ন দেশের মানুষদের জীবনবৃত্তান্ত ও ঠিকানা এদের জানা আছে, এটাই এদের বৃত্তি, এভাবেই ব্যবসায়ী স্বার্থে এরা দর্শনার্থীদের মোহগ্রস্ত করে, হিন্দু তীর্থস্থানের পা দেখা যায়। শিল্পপতি বিড়লার তৈরি লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির (বিড়লা মন্দির) অতি বিখ্যাত। তবে আধুনিককালে নির্মিত দিল্লির পদ্ম-মন্দির (লোটাস টেম্পল) সবচেয়ে সুন্দর। এটা হিন্দু মন্দির নয়। পারস্য থেকে উদ্ভাবিত এক নব দর্শনের ভিত্তিতে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষের জন্য এই মন্দির উন্মুক্ত। জীবে দয়া, অহিংসা ও মানবতা এই বিশ্বাসের মূলমন্ত্র। মন্দিরটি পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং পরিচালনা পদ্ধতিও শৃঙ্খলাবদ্ধ এই মন্দিরের নির্মাণশৈলী তাক লাগিয়ে দেয়। দেখতে খুব বড় ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো। আমার ছেলে দেখে বলেছিল, আদলে অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার সিডনি অপেরা হাউসের মতো। যারা এই মন্দির নির্মাণের উদ্যোক্তা তারা বাহাই সম্প্রদায়ের লোক। এদের আদি বাসস্থান ইরান দেশে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দিল্লির সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান রেড ফোর্ট বা লাল কেল্লা। সম্রাট শাহজাহানের সৃষ্টি, তাজমহলের মতোই বিখ্যাত। মহাস্থপতি হিসেবে মোগল সম্রাট শাহজাহানের খ্যাতি ছিল। সংক্ষেপে লাল কেল্লা পুরনো ও নয়া দিল্লির মেলবন্ধন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো শহরে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 28-08-2026 22:03 Page 3

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

শিশুচোর সন্দেহে গৃহবধূকে গণপিটুনি

নয়া জামানাঃ শিশুচোর সন্দেহে এক গৃহবধূকে গাছে বেঁধে মারধরের অভিযোগ উঠল বসিরহাটের হাসনাবাদে। ঘটনাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। হাসনাবাদ থানার কালুতলা এলাকার ঘটনা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রায় ৪০ বছর বয়সি ওই গৃহবধূকে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা শিশুচোর সন্দেহে আটক করেন বলে অভিযোগ। এরপর তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হয় বলে দাবি স্থানীয়দের। পরে তাঁকে উদ্ধার করে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, আক্রান্ত মহিলা বিজেপির এক বুথ সভাপতির স্ত্রী। তবে তাঁর পরিচয় এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। পুলিশের তদন্তে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বিরোধের জেরে ঘটনাটি ঘটেছে কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

গর্ভনিং বডিতে বিজেপির প্রতিনিধি! ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সরব ঋতব্রত

নয়া জামানা,কলকাতাঃ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের কলেজগুলিতে বন্ধ রয়েছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এই ইস্যুতে বারবার রাজনৈতিক মহলে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। রানি রাসমণি রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দিয়েছিল, যদিও মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ছাত্র আন্দোলনের ফসল। অবিলম্বে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবি তোলেন তিনি। একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ না করে পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। কলেজ পরিচালন সমিতিতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।বাম আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সূচনা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে অন্য দলের আমলেও অব্যাহত থাকে। ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কর্মী নিয়োগ, সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছিল। এক কলেজে প্রতিবাদ করে হেনস্থার শিকার হন এক দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা।ক্ষমতায় এসে সরকার স্কুল-কলেজের গর্ভনিং বডি ভেঙে দেয় এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে শিক্ষা থেকে রাজনীতি পৃথক করা যায়। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এবার সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজের গর্ভনিং বডির প্রেসিডেন্ট পদে থাকবেন বিধায়ক বা সাংসদরা, যাঁদের অধিকাংশই শাসক দলের প্রতীকে নির্বাচিত। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ঋতব্রত।

কেন্দ্রের সাহায্য নিয়েও দেড় কোটি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে পারছে না ঃ অভিষেক

নয়া জামানা,কলকাতাঃ ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ও রাখী বন্ধন উৎসবের মঞ্চ থেকে বিজেপি সরকারকে একাধিক ইস্যুতে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী ভাতা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ।অভিষেকের দাবি, ক্ষমতায় আসার আগে মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। তাঁর কথায়, সিঙ্গল ইঞ্জিন চালিয়ে আড়াই কোটি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছে তৃণমূল সরকার। অথচ কেন্দ্র ও রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকা সত্ত্বেও দেড় কোটি মহিলাকে সেই সুবিধা দিতে পারছে না বিজেপি। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, যুবসাথী ভাতা থেকে প্রায় ৭৫ লক্ষ যুবক-যুবতী এবং এক কোটি মহিলা বাদ পড়ে ছেন।নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগ তুলে অভিষেক বলেন, চিনির দাম ৪০ থেকে ৭০ টাকা, পেঁয়াজ ২০ থেকে ৭০-৮০ টাকা এবং সর্ষের তেলের দাম ২০০ টাকা ছাড়িয়েছে। পেট্রোল-ডিজেলের দাম নিয়েও সরব হন তিনি।মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর ২০৮ আসনের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক ২০০৬ সালের বামফ্রন্টের ২৩৫ আসনের কথা মনে করিয়ে দেন। তাঁর দাবি, বিজেপির শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে।

দেহদান নয় , জ্যোতি বসুর দেহদান কাজে আসেনি মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা, কলকাতাঃ প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মৃত্যুর ষোলো বছর পর তাঁর দেহদান নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখে াপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার শঙ্কর নেত্রালয়ের চক্ষুদান সংক্রান্ত এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, জ্যোতি বসু যে দেহ দান করেছিলেন তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনও কাজে আসেনি। তাঁর মতে, তিনি যদি ব্রেন ডেথ অবস্থায় থাকাকালীন ‘লাইভডোনেশন’ করতেন, তবেই তা কাজে লাগত। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আর্জি, কেউ যেন দেহ দান না করেন।ব্রেন ডেথ অবস্থায় রোগীর হৃদযন্ত্র ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে সচল থাকলেও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই সময় কিডনি, লিভার, হার্টের মতো অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব। কিন্তু শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে তা ‘ক্লিনিক্যাল ডেথ’, তখন অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয় না। সেই অবস্থাতেই সাধারণত দেহ দান করা হয়, যা মূলত মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের দেহ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে শারীরস্থান শেখার কাজে লাগে।স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, প্রযুক্তিগত বিষয়ে চিকিৎসকদের মতামতই গুরুত্বপূর্ণ, তবে জ্যোতি বসুর দেহদানের সিদ্ধান্তের পেছনে যে মানবিক ও দার্শনিক ভাবনা ছিল, তা বহু মানুষকে দেহদানে উৎসাহিত করেছিল বলে তিনি মনে করিয়ে দেন।স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবশ্য দেহদানকেই অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর থ্রিডি প্রযুক্তির মাধ্যমেই শারীরস্থান শেখানো সম্ভব, এবং ইউরোপ-আমেরিকায় ইতিমধ্যে লাইভ বডি ডিসেকশন বন্ধ হয়ে গেছে বলে দাবি করেন তিনি। তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগীয় প্রধান ডা. সুদেষ্ণা মজুমদার জানান, রাজ্যের বহু মেডিক্যাল কলেজে এখনও মৃতদেহ সংরক্ষণের পরিকাঠামো নেই। কৃষ্ণনগর, সাগর দত্ত, দুর্গাপুরের মতো একাধিক কলেজ পড়াশোনার জন্য নীলরতনের কাছে দেহ চেয়ে পাঠিয়েছে। ফলে চিকিৎসকদের একাংশের মতে, দেহদানের গুরুত্ব এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

বদলিতে সরকারি কর্মীদের এককালীন অনুদান চালু রাজ্যের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ বদলির কারণে কর্মস্থল পরিবর্তন হলে সরকারি কর্মীদের দেওয়া বদলি অনুদান ও মালপত্র গোছানোর ভাতা;এই দুই খাতকে একত্র করে নতুন অনুদান ব্যবস্থা চালু করল রাজ্য সরকার। ২০২৬ সালের ১ জুন বা তার পরে জনস্বার্থে বদলি হয়ে নতুন পদে যোগদানকারী কর্মীরা এই সুবিধা পাবেন। রাজ্য মন্ত্রিসভা গত ১৯ অগস্টের বৈঠকে সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করে, এবং ২০ অগস্ট সরকারিভাবে তা জানানো হয়।নতুন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা অথবা কর্মীর মূল বেতনের ৮০ শতাংশ;এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম, সেই পরিমাণ অর্থ এককালীন অনুদান হিসেবে মিলবে। যে মাসে কর্মী নতুন পদে যোগ দেবেন, সেই মাসের মূল বেতনের ভিত্তিতেই অনুদানের পরিমাণ নির্ধারিত

হবে। এই টাকা পাওয়ার জন্য কোনও খরচের বিল বা রসিদ জমা দিতে হবে না। কর্মী নিজের মালপত্র বহন করলেই অনুদান পাওয়ার অধিকারী হবেন, পরিবার সঙ্গে না গেলেও অসুবিধা নেই। মালপত্রের পরিমাণের উপর অনুদানের অঙ্ক নির্ভর করবে না।পুরনো ও নতুন কর্মস্থলের দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার বা তার বেশি হলে এবং বাসস্থান সত্যিই পরিবর্তিত হলে পূর্ণ অনুদান মিলবে। দূরত্ব তার কম হলে বা একই কর্মস্থলের মধ্যে বদলি হলেও বাসস্থান পরিবর্তিত হলে অনুদানের এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া যাবে।অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্যও সুবিধা রাখা হয়েছে। ২০২৬ সালের ৩১ মে বা পরে অবসরগ্রহণকারীরা এর আওতায় পড়বেন। শেষ কর্মস্থল থেকে স্থায়ী বসবাসের জায়গার দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার বা বেশি হলে যাতায়াতের এককালীন ভাড়ার সঙ্গে পূর্ণ অনুদানও মিলবে। দূরত্ব কম হলে বা শেষ কর্মস্থলেই থেকে গেলে, বাসস্থান পরিবর্তনের শর্তে অনুদানের এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া যাবে।

‘ছাত্র ভোট হবে, সব কলেজে উড়বে গেরুয়া আবির’, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের ভোট না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ ছিল বিরোধীদের। নতুন সরকার আসার পর সেই অধরা কাজ যাতে বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য বারবার দাবি উঠেছে। এনিয়ে ‘আসল’ তৃণমূলের খোদ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সম্প্রতি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অশান্তি, সংঘর্ষের ঘটনার পর রাজ্য সরকারও ছাত্র ভোট নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল। শুক্রবার তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন। যাদবপুরে অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ‘‘ছাত্র সংসদের নির্বাচন হবে, কলেজে কলেজে গেরুয়া আবির উড়বে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 28-08-2026 22:03 Page 4

সম্পাদকীয়

২৮ আগষ্ট ২০২৬ ।। শুক্রবার

বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন’

সামান্য পরিচিতি ছিল, এখন আর নেই, এমন কোনও মানুষকে অনেক দিন পর রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখেছেন কখনও? দেখলে, ভিতরে ধাক্কা লাগবে; জীবনের কোনও আকস্মিক ঘটনায় তবে কি আমারও একই দশা হতে পারে?এমনই এক আকস্মিক বিকেল। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। ছোটবেলায় দেখেছি, আয়ার কাজ করতেন। এখন দেখছি, মন্দিরের বাইরের সিঁড়িতে বসে, আলুথালু পোশাক, সামনে টিনের থালা। তকেমন আছিস বাপ? দে, হাতটা দে।দ দিলাম, ঝোলা থেকে একটি পুরনো, রং-ওঠা রাখি বার করে পরিয়ে দিলেন। কোনও টাকা চাইলেন না, অর্থাভাব জানালেন না। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি যখন, একগাল হেসে বললেন, আমার ছেলেটা তো মরে গেছে, বাপ। ওর কথা ভেবেই তোকে পরালাম।দ সে দিন ছিল রাখিপূর্ণিমা।বাহিরের ইতিহাস ইতিহাসই নহে; ভিতরের অজ্ঞাত রহস্যও আছে,দ লিখে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাইরের ইতিহাসে ওই মহিলা আজ কেন ভিক্ষুক-পরিণামের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর ভিতরের ইতিহাস এখনও ভুলতে পারেনি মৃত সন্তানকে। সাধারণত মায়েরা সন্তানকে রাখি পরান না। ‘রাখি’ শব্দের আদি-অর্থে রয়েছে ‘রক্ষা’র শুভ ইচ্ছে, একে-অপরের মঙ্গল কামনায় আবদ্ধ থাকার চিহ্নসূত্রই রাখি। মহাভারতে একবার কৃষ্ণের আঘাতের রক্তস্রোত বন্ধ করতে শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে ক্ষতের মুখে পরিয়ে দিয়েছিলেন দ্রৌপদী। রাখিবন্ধনের মনোভাবের সঙ্গে তুলনা হয় তার। ‘রক্ষা’ শব্দটির পারস্পরিকতায় ওই টুকরো কাপড় সে দিনই হয়তো সংযুক্ত করেছিল কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীকে। পরে দ্যূতসভায় সেই শুশ্রূষা-প্রতিদান কুরুবধূকে নির্বস্ত্র হতে দেয়নি। ভারতে প্রধানত ভাই-বোনের মধ্যেই রাখি উৎসবের রীতি। মঙ্গলকামনাকে শুধু সহোদর-সহোদরার মধ্যে আটকে রাখা রাখির বিরাট অর্থমাহাত্ম্যকে সঙ্কীর্ণ করে দেওয়া নয় কি?১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর, বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন রাখি উৎসবের জন্য। তিথি মেনে নয়, সময়ের জরুরি প্রয়োজনে। বাংলা ভাগ, ধর্মবৈষম্যের মুখে একটি মালায় জুড়ে রাখতে চেয়েছিলেন সবার মন। ঘরোয়া-য় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি, ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখি পরাব।খ পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখি পরালে, এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী! রাখি পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে ।দ এর পরই চিৎপুরের মসজিদে ঢুকেও রাখি পরান রবীন্দ্রনাথ, বিনিময়ে পান আলিঙ্গনের সৌহার্দ। সজনীকান্ত দাসকে লিখছেন, তামনে যাকে পেতাম, তারই হাতে বাঁধতাম রাখি।দ ধর্মের ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বের উদ্ঘাটন যে-প্রেমে, তাকেই বঙ্গভঙ্গের সময় রাখির সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন তিনি।

রাখিবন্ধন

সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক

এম ওয়াহেদুর রহমান

রাখিবন্ধন কিংবা রাখি পূর্ণিমা হলো বাঙালি সংস্কৃতি তথা সমগ্র ভারতের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব । প্রতিবছর শ্রাবন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উৎসাহ - উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপিত হয়। এই রাখিবন্ধন উৎসব হলো সম্প্রীতি তথা সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক। রাখিবন্ধন মূলত ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সকলেই সামিল হন এই উৎসবে। ‘ রাখি ‘ শব্দের অর্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি এবং ‘ বন্ধন ‘ শব্দের অর্থ সম্পর্কের বন্ধন। তাই রাখিবন্ধন হলো ভালোবাসা, স্নেহ, বিশ্বাস, দায়িত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি পবিত্র বন্ধনের প্রতীক।রাখিবন্ধন আজ ভাই - বোনের সম্পর্কের গন্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক, সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব তথা ঐক্যের বার্তা বহন করে।

রাখিবন্ধন কিংবা রাখি পূর্ণিমা হলো বাঙালি সংস্কৃতি তথা সমগ্র ভারতের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব ।প্রতিবছর শ্রাবন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উৎসাহ - উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপিত হয়। এই রাখিবন্ধন উৎসব হলো সম্প্রীতি তথা সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক। রাখিবন্ধন মূলত ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সকলেই সামিল হন এই উৎসবে। ‘ রাখি ‘ শব্দের অর্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি এবং ‘ বন্ধন ‘ শব্দের অর্থ সম্পর্কের বন্ধন। তাই রাখিবন্ধন হলো ভালোবাসা, স্নেহ, বিশ্বাস, দায়িত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি পবিত্র বন্ধনের প্রতীক।রাখিবন্ধন আজ ভাই - বোনের সম্পর্কের গন্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক, সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব তথা ঐক্যের বার্তা বহন করে।

রাখিবন্ধন উৎসবের দিনে বোন বা দিদি তার ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে তার মঙ্গল এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে। ভাই বোন বা দিদিকে সারাজীবন রক্ষা ও পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে বর্তমান সময়ে এই ধারণা আরও বিস্তৃত হয়েছে।রারিবন্ধন শুধু ভাই - বোনের ভালোবাসার বন্ধন নয় ; এটি মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ককে আর ও দৃঢ় করার এক অন্যতম প্রতীক।মহাভারতেও পবিত্র রাখিবন্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজের আঙ্গুল কেটে আহত হন, তখন দ্রৌপদী নিজের শাড়ির আচঁল ছিড়েঁ তার হাতে বেঁধে দেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্রৌপদীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। মঘুল আমলে রানী কর্ণাবতী মেবারের সুরক্ষার জন্য সম্রাট হুমায়নকে রাখি পাঠিয়েছিলেন। হুমায়ন সেই রাখি সম্মান করে রানীকে বোন হিসাবে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। রাখিবন্ধনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে - বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা বিশেষত তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধতা চূর্ণ -বিচূর্ণ করার তাগিদে ‘ডিভাইড এন্ড রোল‘ পলিসি প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করার কৌশল অবলম্বন করে। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয় প্রবল গণ অসন্তোষ। হিন্দু - মুসলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালি বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। কিন্তু ১৯০৫ সালে ১৬ ই অক্টোবর বাংলা ভাগ হয়। ব্রিটিশ শাসকেরা যে বিষবৃক্ষের চারা রোপন করেছিল তার বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালের ১৬ ই অক্টোবরকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে অটুট রাখ ার জন্য বেছে নেন রাখিবন্ধন উৎসবকে।অর্থাৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু - মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখতে রাখিবন্ধন উৎসবকে মিলন উৎসব হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

রাখি কেবলমাত্র একটি সুতো নয়, বরং এই রাখির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীর আবেগ এবং দায়িত্ববোধ। ভাই - বোনের সম্পর্কের মধ্যে যেমন ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতা রয়েছে তেমনি সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতিও আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে, যেমন অসহায়, দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানো কিংবা বিপদে সাহায্য - সহযোগিতা করা, অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, আর এইসব হলো রাখিবন্ধনের আসল শিক্ষা। রাখিবন্ধন উৎসবে আমরা কেবল ভাই - বোনের সম্পর্ক নয়, সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করাই হলো আমাদের একটি অন্যতম লক্ষ্য।পৃথিবীতে হিংসা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও বিভাজনের নানান ঘটনা সমাজকে হয়তো অস্থির করে তুলছে। আর এমতাবস্থায় রাখিবন্ধন উৎসব আমাদের মাঝে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও মানবিকতার বন্ধনকে আরঝ সুদৃঢ় করে তুলবে।

যুগ প্রবাহে রাখিবন্ধন কেবল ভাই - বোনের সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় , বরং একটি বৃহত্তর অর্থে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে রাখিবন্ধন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে।রাখিবন্ধনের পবিত্র সুতো কেবল ভাই - বোনের হাতে নয়, যদি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা যায়, তবে সমাজে বিভেদ অনেকটাই হ্রাস পাবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজ। রাখিবন্ধন আজ ধীরে ধীরে একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সৌভ্রাতৃত্বের ও সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভেদ, হিংসা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যদি আমারা রাখির সুতোকে ভালোবাসা, সম্প্রীতিও মানবতার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, তবেই হয়তো সমাজ আর ও সুন্দর তথা শান্তিময় হয়ে উঠতে পারে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 28-08-2026 22:03 Page 5

রাখির সুতোয় সম্প্রীতির বন্ধন, মঙ্গলবাড়ীতে উৎসবের রঙ

নয়া জামানা,মালদাঃ রাখির স্নেহের বন্ধনে সম্প্রীতির বার্তা। উৎসবের আবহে মেতে উঠল পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী চৌরঙ্গী মোড়। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা এবং পুরাতন মালদা নগর মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে সেখানে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব।পথচলতি মানুষ, ব্যবসায়ী, টোটো-অটো চালক থেকে শুরু করে মঙ্গলবাড়ী ফাঁড়ির অফিসার-ইন-চার্জ ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়।উৎসবের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু ভট্টাচার্য, উত্তর মালদা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ প্রসাদ, পুরাতন মালদা নগর মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি ষষ্ঠী সিং সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা।মহিলা মোর্চার সদস্যরাও কর্মসূচিতে অংশ নেন।

এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে স্নেহাংশু ভট্টাচার্য জানান, সারা দেশজুড়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে। সেই উৎসবকে সামনে রেখে উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার উদ্যোগে এবং নগর মণ্ডলের সহযোগিতায় মঙ্গলবাড়ী চৌরঙ্গী মোড়ে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ব্যবসায়ী, পথচলতি মানুষ এবং বিভিন্ন যানবাহনের চালকদের রাখি পরিয়ে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি-সহ বিশেষ রাখি তৈরি করে তা বিভিন্ন মানুষের হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিষ্টিমুখ করিয়ে শেষ হয় দিনের কর্মসূচি।

ধর্মঘটের অবসান,দশ দিনের অচলাবস্থার পর মালদা-রতুয়া রুটে স্বস্তি

নয়া জামানা,মালদাঃ দশ দিনের অচলাবস্থার অবসান। অবশেষে ফের পথে নামল মালদা,রতুয়া রুটের বাস। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন বাস মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।ফলে আজ থেকেই স্বাভাবিক হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ রুটের বাস পরিষেবা।স্বস্তি ফিরেছে নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। গত ১৮ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রতুয়াগামী বাস পরিষেবা বন্ধ রেখে ছিল মালদা জেলার তিনটি বাস ইউনিয়ন।বাস মালিক ও কর্মচারী সংগঠনগুলির অভিযোগ ছিল, নির্ধারিত রুটের বাইরে বেআইনিভাবে টোটো ও ই-রিকশা চলাচলের ফলে বাসে যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এতে একদিকে যেমন বাস মালিকদের লোকসান বাড়ছে, অন্যদিকে ট্যাক্স,বিমা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মচারীদের বেতন-সহ নিয়মিত খরচ বহন করতে হচ্ছে। ধর্মঘটের জেরে গত দশ দিন ধরে চরম সমস্যায় পড়েছিলেন রতুয়া ও সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষ।বিশেষ করে পড়ুয়া, ব্যবসায়ী,চাকরিজীবী এবং নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি ছিল চরমে।সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, বাস মালিক ইউনিয়নের পদাধিকারীরা, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি অসিত কুমার সাহা,সাধারণ সম্পাদক উত্তম বসাক-সহ অন্যান্যরা।দীর্ঘ আলোচনার পর মেলে সমাধানের সূত্র। ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন বাস মালিকেরা। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি অসিত কুমার সাহা বলেন,দাবিগুলি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর দীর্ঘ দশ দিনের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে।জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ।

রাখীর দিনে মালদায় রহস্যজনকভাবে খুন

নয়া জামানা,মালদারাখী পূর্ণিমার দিন নিজের বাড়ির বেডরুমেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক ব্যক্তির নিথর দেহ।হাতে তখনও জড়ানো ছিল রাখী। শুক্রবার দুপুরে মালদা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ২ নম্বর গভমেন্ট কলোনি এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।মৃতের নাম অর্ণব সেন (৫৫)। স্থানীয়দের কাছে তিনি পল্টু নামে পরিচিত ছিলেন। অবিবাহিত অর্ণববাবুর মালদার পাশাপাশি কলকাতার যাদবপুরেও একটি বাড়ি রয়েছে।মালদার বাড়ির নিচতলায় তিনি একাই থাকতেন।দাদা থাকেন দ্বিতীয় তলায় এবং ভাইয়ের পরিবার তৃতীয় তলায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়,গত বুধবার যাদবপুরের বাড়ি থেকে মালদায় ফেরেন অর্ণববাবু। শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ তাঁর বেডরুমে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়।খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ও জেলা পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠান। শুরু হয় তদন্ত।স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার সময় পাশের রান্নাঘরে ইনডাকশন জ্বলছিল এবং তাতে চা গরম হচ্ছিল।মৃতের হাতে রাখী থাকায় পরিচিত কেউ এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ স্থানীয়দের একাংশের। তবে অর্ণববাবুর দাদা ও এক কাকাতো বোনের দাবি,কারও সঙ্গে তাঁর কোনও শত্রুতা ছিল না। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অপু সাহা দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। খুনের নেপথ্যে কী কারণ তা জানতে তদন্তে নেমেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

ফালাকাটায় নেতাজির মূর্তি স্থাপনের দাবিতে পৌরসভার দুয়ারে বাম ছাত্র-যুবরা

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা পৌরসভার শহরতলি এলাকায় দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের দাবিতে সরব হল বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠন।

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটাঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা পৌরসভার শহরতলি এলাকায় দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের দাবিতে সরব হল বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠন। শুক্রবার ফালাকাটা পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়ে যৌথভাবে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসএফআই) এবং ডেমোক্রেটিক ইউথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই)। পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে এই স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। বাম নেতৃত্বের বক্তব্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম দিশারী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে আরও স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। ফালাকাটার শহরতলি অঞ্চলে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলে স্থানীয় যুবক-যুবতী ও শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন তাঁর সংগ্রাম ও দেশপ্রেম থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারবে। বর্তমান সময়ে জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের মনে গেঁথে দিতে এই ধরণের উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে সংগঠন দুটি। এদিনের এই স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এসএফআই-এর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি সায়ন সাহা এবং ফালাকাটা ১ নম্বর লোকাল কমিটির সম্পাদক মৈনাক ঘোষ। তাঁদের পাশাপাশি দুই সংগঠনের একাধিক আঞ্চলিক কর্মী ও সমর্থকরা এই যৌথ কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। স্মারকলিপি হস্তান্তরের সময় পৌর প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয় যাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে জমি চিহ্নিতকরণ ও মূর্তি স্থাপনের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। পৌর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 28-08-2026 22:03 Page 6

জয়গাঁ থেকে ভুটানগামী বাসে তল্লাশি ! উদ্ধার ২২.৫ লাখ নগদ টাকা, গ্রেপ্তার চালক

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের ২৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ভাঙ্গা পাকড়ি এলাকায় পুলিশি নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বেআইনি নগদ অর্থ। জয়গাঁ থেকে ভুটানের গেলেমফুগামী একটি অসম নম্বরের দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে নগদ প্রায় সাড়ে ২২ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত জোরাই ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন বাসটিকে আটকে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় চালকের আসনের নিচ থেকে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোটের একাধিক বান্ডিল উদ্ধার হয়। উক্ত বিপুল পরিমাণ অর্থের স্বপক্ষে কোনো বৈধ নথি বা সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় বাসের

চালককে সাথে সাথেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং বাসটিকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়া হয়। ঘটনার সময় ওই বাসে ২২ জন যাত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সুরক্ষা ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে তল্লাশি ও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশি উদ্যোগে অন্য একটি বাসে গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আন্তর্জাতিক সীমান্তগামী বাস থেকে এভাবে বেআইনি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই অর্থ পাচারের নেপথ্যে কোনো আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ময়নাগুড়িতে ব্যবসায়ীর মর্মান্তিক পরিণতি, দোকানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের দোকানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম শ্যামল সরকার। পেশায় তিনি এক জন গাড়ির ডায়নামো ফিটার ছিলেন।শুক্রবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই পুজো সেরে এবং খাওয়াদাওয়া করে দোকানে আসেন শ্যামলবাবু। সেই সময় দোকানে কোনো কর্মচারী বা ক্রেতা না থাকার সুযোগে, তিনি ভিতর থেকে শাটার বন্ধ করে আত্মঘাতী হন।

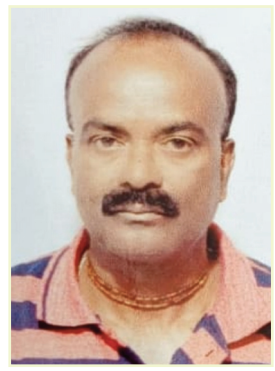

দীর্ঘক্ষণ দোকান বন্ধ দেখে কৌতূহলবশত এক ব্যক্তি শাটার তুলতেই শ্যামলবাবুকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।স্থানীয়রা চিৎকার শুনে ছুটে আসেন এবং তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালের মর্গে পাঠায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক বা আর্থিক টানাপোড়েনের জেরেই এই চরম সিদ্ধান্ত। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী বন্দনা সরকার ও দুই কন্যাকে রেখে গেছেন। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা শ্রদ্ধা জানাতে দোকানপাট বন্ধ রাখেন।

ভরতপুরে মাটির দেওয়াল ধ্বসে প্রাণ হারালেন প্রবীণ দম্পতি, রক্ষা পেল নাবালক নাতি

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার শেখ পাড়া এলাকায় শুক্রবার দুপুরে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মাটির বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক প্রবীণ দম্পতির। মৃতদের নাম সৈয়দ মানোয়ার আলী (৬১) এবং তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগম (৬০)। জুম্মার নামাজের ঠিক আগে ঘটে যাওয়া এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় গোটা গ্রামজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে নিজেদের মাটির ঘরেই অবস্থান করছিলেন মানোয়ার আলী ও তাঁর স্ত্রী। সেই সময় তাঁদের সঙ্গে ছিল ১৩ বছরের নাতি ফারহান। আচমকাই ঘরটির একটি ভারী মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে। দেওয়াল ধসে পড়ার মুহূর্তে ফারহান অলৌকিকভাবে ও চপলতায় দ্রুত ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, মানোয়ার বাবু ও জাহানারা বেগম ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে

যান। চোখের সামনে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে কান কান্নায় ভেঙে পড়ে বালক ফারহান। ঘটনার আকস্মিকতায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পাওয়ামাত্রই ভরতপুর থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। উদ্ধারকাজে ভরতপুর থানার এএসআই শফিকুল ইসলাম ও স্থানীয় বাসিন্দারা একযোগে হাত লাগান। জীবন বাজি রেখে প্রায় এক ঘণ্টার চরম তৎপরতায় ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দম্পতিকে উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি দু'জনকে ভরতপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সৈয়দ মানোয়ার আলী ও জাহানারা বেগম দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই করুণ পরিণতিতে পরিজন ও প্রতিবেশীদের কান কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে।

অভিযানে ভেস্তে গেল জর্দা নদী থেকে বালি পাচারের চেষ্টা, ময়নাগুড়িতে বাজেয়াপ্ত ট্রাক

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ অবৈধভাবে বালি তোলার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ির জর্দা নদীতে অভিযান চালাল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত বিখ্যাত জল্পেশ মেলার মাঠ সংলগ্ন নদী এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বালি উত্তোলনের চেষ্টা ভেস্তে দেয় এবং সেখান থেকে বালি বোঝাই একটি ট্রাক আটক করে।পুলিশ সেখানে পৌঁছাতেই দুষ্কৃতীরা বিপদ টের পেয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নদী পার হয়ে পালিয়ে যায়। ফলে কাউকেই তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তবে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে এবং এই চক্রের পেছনে কারা

জড়িয়ে রয়েছে তা জানতে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।অঞ্চলটিকে পরিবেশের বিপর্যয় এবং অবৈধ কারবার থেকে রক্ষা করতে এই ধরনের কঠোর আইনি পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। প্রশাসন ও পুলিশি সূত্রে পরিষ্কার জানানো হয়েছে যে, জর্দা নদীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে বালি ও মাটি মাফিয়ার দাপট ঠেকাতে এভাবেই লাগাতার এবং আচমকা অভিযান অব্যাহত রাখা হবে। অবৈধ বালি তোলার সাথে যুক্ত কাউকে কোনোভাবেই রেয়াত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে।

নকশালবাড়িতে এসটিএফ-এর হানায় উদ্ধার বিপুল ব্রাউন সুগার, ধৃত ২

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ নকশালবাড়ি রেল স্টেশন এলাকায় এক বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স -এর শিলিগুড়ি শাখা। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার বিকেলে গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি সন্দেহভাজন স্কুটিকে আটক করে এসটিএফ। আরোহীদের জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি দেখা দেওয়ায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় কোটি টাকার কাছাকাছি মূল্যের এই ব্রাউন সুগার।ধৃতদের পরিচয় মহম্মদ ইসাক (বাসিন্দা কালিয়াচক,

মালদা) এবং মহম্মদ হানিফ খান (বাসিন্দা কিলারামজোত, নকশালবাড়ি)। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মালদা থেকে ট্রেনে মাদক এনে নকশালবাড়িতে হাতবদলের পরিকল্পনা ছিল ইসাকের। তবে হাতবদলের আগেই অভিযান চালিয়ে পাচার বানচাল করে দেয় গোয়েন্দারা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পাচারে ব্যবহৃত স্কুটিটিও। শুক্রবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের শিকড়ে পৌঁছাতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমের ফাঁদ, অসম থেকে উদ্ধার কোচবিহারের ২ নাবালিকা

সামির হোসেন, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ সামাজিক মাধ্যমে অপরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাইবার অপরাধ এড়িয়ে চলার বিষয়ে পুলিশের তরফে স্কুলে স্কুলে লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। তা সত্ত্বেও অনলাইন পরিচয়ের জেরে ঘর ছাড়ল কোচবিহারের দিনহাটার দুই নাবালিকা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুড়িরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকি গ্রামের ১৫ বছর বয়সি দুই নাবালিকার মোবাইলে অসমের দুই যুবকের সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম হয়। গত ২৪ আগস্ট স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তারা আর ফেরেনি। চিন্তিত পরিবার ওই রাতেই সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।তদন্তে নেমে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্রেস করে পুলিশ জানতে পারে যে নাবালিকারা অসমের ধুবরি জেলায় রয়েছে। ২৬ আগস্ট সেখানে গিয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, যুবকদের প্রলোভনে পড়ে তারা অসমে গেলেও সেখানে পৌঁছে অভিযুক্তদের দেখতে পায়নি। এক আধিকারিক জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এ ধরনের ঘটনা রোধে পুলিশের সচেতনতা বার্তার পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সন্তানদের মোবাইল ব্যবহারের প্রতি নজর রাখা জরুরি।

গাছে রাখি বেঁধে পরিবেশ রক্ষার বার্তা মানবাজারে

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ মানবাজারে বৃক্ষরোপণ ও গাছ বাঁচানোর বার্তা দিতে এক অভিনব রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল বন দফতর।

গত ১৭ই আগস্ট মানবাজার-১ নম্বর ব্লকের মাধবপুর ফুটবল ময়দানে জাইকা জল প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে একটি বটবৃক্ষের চারা রোপণ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সেই গাছেই আনুষ্ঠানিকভাবে রাখি পরিয়ে দেন স্থানীয় বিধায়ক ময়না মুর্মু, কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগের ডিএফও পূরবী মাহাতো এবং মানবাজার-১ রেঞ্জের বন আধিকারিক শংকর বারারি।

অনুষ্ঠানে ডিএফও পূরবী মাহাতো জানান, রাখি বন্ধন কেবল মানুষের পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের উৎসব নয়, প্রকৃতির সঙ্গেও আমাদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। সেই বার্তা দিতেই শুভেন্দু অধিকারীর রোপণ করা বটগাছটিতে রাখি পরিয়ে প্রকৃতির

প্রতি দায়িত্ব পালন করা হল। বন দফতরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিধায়ক ময়না মুর্মু। পরিবেশ রক্ষা ও বৃক্ষরোপণে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতেই মূলত এই কর্মসূচি।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 28-08-2026 22:03 Page 7

ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা চুক্তি সেনার হাতে আসছে জ্যাভলিন ক্ষেপণাস্ত্র

নয়া জামানাঃ আমেরিকার সঙ্গে বড় প্রতিরক্ষা চুক্তির পথে এগোচ্ছে ভারত। কাঁধে বহনযোগ্য ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী জ্যাভলিন মিসাইল শীঘ্রই যুক্ত হতে চলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারে। শুক্রবার এই খবর জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। তাঁর মতে, এটি দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের আওতায় মার্কিন সহযোগিতায় এই মিসাইল দেশেই উৎপাদিত হবে।ইতিমধ্যে জরুরি ভিত্তিতে জ্যাভলিন কেনার জন্য একটি প্রস্তাব ও স্বীকৃতিপত্রে সই করেছে ভারতীয় সেনা। কিছুদিন আগেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্তা পিট হেগসেথের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে দশ বছরের একটি চুক্তি হয়েছিল, তার পরপরই এই খবর সামনে এল।২০১০ সাল থেকে জ্যাভলিন কেনার চেষ্টা করছিল ভারত, কিন্তু প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে আমেরিকার অনীহাই ছিল প্রধান বাধা। দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে সেই বাধা কাটতে চলেছে। গত বছর অপারেশন সিঁদুরের পর এই অস্ত্র কেনার সিদ্ধান্তে গতি আসে, আর গত নভেম্বরে আমেরিকা প্রায় ৯৩ মিলিয়ন ডলারের একটি প্যাকেজ অনুমোদন করে, যাতে ছিল ১০১টি মিসাইল ও ২৫টি লঞ্চ ইউনিট।মার্কিন সংস্থা রেথিওন ও লকহিড মার্টিন নির্মিত জ্যাভলিন বিশ্বের অন্যতম কার্যকর ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী অস্ত্র। লক্ষ্যবস্তু স্থির করার পর মিসাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে গিয়ে আঘাত হানে, ট্যাঙ্কের দুর্বল উপরিভাগে আক্রমণ করে। প্রায় আড়াই থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার পাল্লার এই অস্ত্র মাত্র পনেরো সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ ডলারের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করতে সক্ষম।

অবরোধ চললে আমেরিকার সঙ্গে কঠোর সংঘাতের হুঁশিয়ারি ইরানের

নয়া জামানাঃঅবরোধ অব্যাহত থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তীব্র সংঘাতের আশঙ্কার কথা জানালেন ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব মেজর জেনারেল মোহসেন রেজাই। তাঁর মতে, ইজরায়েলের সঙ্গে যে কোনও নতুন সংঘাত এই বিরোধের একেবারে ভিন্ন একটি অধ্যায় শুরু করবে।ইরানি সংবাদ সংস্থা আইআরআইবি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, আল-মানারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রেজাই বলেন, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কর্মকাণ্ড আসলে ইহুদি শাসনের অবসানকেই এগিয়ে আনছে, আর তেহরান তাঁকে জাহান্নামে পাঠাবে। এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলেকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে নেতানিয়াহু ট্রাম্পকে আতঙ্কিত করে তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন।লেবানন প্রসঙ্গে রেজাই বলেন, দাহিয়েহ ও বেরুট ইরানের কাছে রেড লাইন। ভবিষ্যতে কোনও সংঘাত হলে তা আগের যুদ্ধের থেকে আলাদা হবে, এবং দখল হওয়া লেবাননের অঞ্চল থেকে ইজরায়েলকে সরে যেতেই হবে বলে তিনি দাবি করেন। তেল রফতানি নিয়ে তাঁর দাবি, যুদ্ধবিরতির সময় ইরান নৌ অবরোধ ভেঙে প্রায় ৭০-৮০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রফতানি করেছে, আর অবরোধ চলতে থাকলে তারা সরাসরি আমেরিকার অর্থনীতিকেই লক্ষ্যবস্তু করবে।এর আগে ২৪ অগস্ট নেতানিয়াহু এক্স-এ ট্রাম্প ও স্কট বেসেন্টকে ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য অভিনন্দন জানান। ওইদিনই যুক্তরাষ্ট্র অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট-এর আওতায় ইরানের সামরিক কার্যকলাপ ও জ্বালানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৬০টি সংস্থা, ব্যক্তি ও জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট জানান, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান কোনও আলোচনা চলছে না, আর ইরান অর্থপূর্ণ আলোচনায় না বসা পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। এর আগে ট্রাম্প জানান, আলোচনায় ফেরাতে ইরানকে কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা তিনি দিচ্ছেন না, কারণ ইরানের অর্থনীতি এমনিতেই ভেঙে পড়ছে।

নেপালে বিপর্যয়ে মৃত ৫০০

বিদেশি উদ্ধারকারী দলের সাহায্য নিতে নারাজ কাঠমান্ডু

নয়া জামানাঃ প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডবে বিপর্যস্ত নেপালে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫০০ জনের, নিখোঁজ হাজারেরও বেশি। তিব্বত সীমান্তবর্তী এলাকা তছনছ হয়ে গেলেও ভয়াবহ হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপাল কোনও বিদেশি উদ্ধারকারী দলের সাহায্য নিতে রাজি নয়, যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে।শুক্রবার নেপালের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র লোক বাহাদুর ছেত্রী জানান, এত বড় বিপর্যয়ে বিদেশি সাহায্যের প্রস্তাব আসা স্বাভাবিক হলেও, দেশের নিরাপত্তা বাহিনীই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে এবং আপাতত বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন নেই। বুধবার বিপর্যয়ের পর ভারত, চিন, আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ উদ্ধারকারী দল পাঠানোর প্রস্তাব দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করে কাঠমান্ডু। তবে মানবিক সাহায্য নিতে আপত্তি নেই তাদের;ইতিমধ্যে ভারত ৪৭.৫ টন এবং দক্ষিণ কোরিয়া ১০ লক্ষ ডলারের মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছে।কেন উদ্ধারকাজে বিদেশি সাহায্য এড়াচ্ছে নেপাল, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, দুর্যোগস্থল তিব্বত সীমান্তবর্তী রসুয়া জেলা হওয়ায় চিন চায় না সেখানে কোনও বিদেশি দল ঢুকুক, কারণ তাতে ওই অঞ্চলের সামরিক নিরাপত্তা ও চিনের সামরিক গতিবিধি প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত দীনেশ ভট্টরাইও মনে করেন, সীমান্তবর্তী রসুয়া জেলা সামরিকভাবে স্পর্শকাতর হওয়াতেই বিদেশি দলকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, যদিও বিদেশ মন্ত্রক এই দাবি অস্বীকার করেছে।

এরই মধ্যে শুক্রবার তিব্বতে নতুন করে তৈরি হওয়া একটি হ্রদের বাঁধ ভাঙার খবরে নতুন করে হড়পা বানের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই আশঙ্কায় রাসুয়া ও ধাদিং জেলায় হাই অ্যালার্ট জারি করে আপাতত উদ্ধারকাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত অন্তত ২৯০ জন ভারতীয় নাগরিক-সহ হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ, আর ৫০ জন বিদেশি-সহ মোট ৭৯৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মহিলা সংরক্ষণ-ডিলিমিটেশন বিল পাশে ফের অধিবেশন!

জল্পনা তুঙ্গে

নয়া জামানাঃ *সদ্য শেষ হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন, এরপর নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বসার কথা শীতকালীন অধিবেশন। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা না করে সরকার কি আগেভাগেই বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারে, তা নিয়েই এখন তুমুল জল্পনা রাজনৈতিক মহলে।মহিলা সংরক্ষণ বিল ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতে ফের বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনার কথা ইঙ্গিত দিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু, একটি বেসরকারি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। গত ১৩ অগস্ট লোকসভা ও রাজ্যসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হলেও, সাধারণত যা রীতি অর্থাৎ কয়েকদিনের মধ্যে অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা, তা এখনও হয়নি। এই থেকেই জল্পনা তৈরি হয়, সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এই দুই বিল পাশ করাতে সরকার বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারে কি না।সেই জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়ে রিজিজু বলেন, সংসদ অধিবেশন কখন ডাকা হবে তা ঠিক করার অধিকার সরকারের রয়েছে, এবং অতীতেও একাধিকবার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে।এই মন্তব্যের পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লেখেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। তাঁর দাবি, বিশেষ অধিবেশন ডাকার আগে সরকার*

যেন সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করে। এর আগেও এই দুই বিল পাশ করাতে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছিল কেন্দ্র, তবে সেবার ভোটাভুটিতে বিলের বিপক্ষেই বেশি ভোট পড়েছিল। বাদল অধিবেশনের আগে একাধিক রাজ্যে সরকার বদল ও সাংসদদের দলবদলের ঘটনা ঘটায়, এবার হয়তো সরকারের অনুকূলেই বেশি ভোট পড়তে পারে বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।

পশুপাখিকে খাওয়ালেও গুনতে হবে জরিমানা! যাত্রীদের বার্তা রেলের

নয়া জামানাঃ স্টেশন চত্বরে পানের পিক ফেলা কিংবা ট্রেনের কামরায় আবর্জনা ফেলার মতো অভ্যাস বন্ধ করতে বড় পদক্ষেপ নিল ভারতীয় রেলওয়ে। এবার থেকে রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করে এমন কোনও কাজ করলেই গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা।২৪ অগস্ট প্রকাশিত সরকারি গেজেটে রেল মন্ত্রকের তরফে ভারতীয় রেল (রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বিঘ্নিত কার্যকলাপের জন্য জরিমানা) সংশোধনী কার্যকর করা হয়েছে। ২০১২ সালের ৪ ডিসেম্বরের পুরনো নিয়ম বদলে আগের সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার জরিমানা বাড়িয়ে সরাসরি ১০০০ টাকা করা হয়েছে।নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ঘটনাস্থলে ১০০০ টাকা জরিমানা দিতে অস্বীকার করলে অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হবে, যেখানে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। নির্দিষ্ট ডাস্টবিন বাদে খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেললেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।যেসব কাজে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে, তার মধ্যে আছে; প্ল্যাটফর্ম বা কামরায় আবর্জনা ফেলা, থুতু বা পান-গুটকার পিক ফেলা, প্রকাশ্যে মলত্যাগ, খোলা জায়গায় স্নান বা রান্না করা, পশুপাখিকে খাওয়ানো, গাড়ি ধোয়া বা জামাকাপড়-বাসন মাজা এবং বিনা অনুমতিতে মালপত্র মজুত রাখা।এছাড়া রেলের সম্পত্তি বিকৃত করা, অনুমতি ছাড়া পোস্টার সাঁটা, দেওয়াল লিখন বা মার্কার দিয়ে নাম লেখাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হকার ও বিক্রেতাদেরও নিজেদের দোকানে ডাস্টবিন রাখতে হবে। স্টেশন ও বগির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেই জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 28-08-2026 22:03 Page 8

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ জয়

ডব্লিউটিসি ফাইনালের পথে চ্যালেঞ্জ ভারতের

নয়া জামানাঃ গতকাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ জিতলেও দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিনে ম্যাচ বাঁচিয়ে দিলেন সোনাল দিনুশা। গোটা দিন ব্যাট করেও ভারত মাত্র ৪ উইকেট তুলতে পারে, আর প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি করে ১৩৩ রানে অপরাজিত থেকে যান দিনুশা। এই ড্রয়ের ফলে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় কিছুটা বিপাকে পড়ল টিম ইন্ডিয়া।এবার ভারতের সামনে নিউজিল্যান্ড সিরিজ। আগামী ১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে শুরু হবে প্রথম টেস্ট, আর দ্বিতীয়টি ২৭ নভেম্বর থেকে ক্রাইস্টচার্চে, উভয় ম্যাচই শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৩টেয়।

ডব্লিউটিসি ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে শুভমন গিলদের জন্য এই দুই ম্যাচ জেতা অত্যন্ত জরুরি, আর সিরিজ ২-০ জিতলে পয়েন্ট তালিকায় বড় লাফ দেবে ভারত।এরপর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত, যা চলবে ২১ জানুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত, ম্যাচগুলি হবে নাগপুর, চেন্নাই, গুয়াহাটি, রাঁচি ও আহমেদাবাদে। ২০২২-২৩ সালে শেষবার এই সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল ভারত, প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হয়েছিলেন অশ্বিন ও জাদেজা।বর্তমান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া, পরে সাউথ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ, আর পাঁচে থাকা ভারতের পিসিটি ৫১.৫২ শতাংশ। ফাইনালে উঠতে বাকি সাতটি ম্যাচের অন্তত ছয়টিতে জিততেই হবে গিল-বুমরাদের।

রড্রির অভিষেকে উজ্জীবিত বার্সেলোনা

রাজনৈতিক লাভ লাপোর্তার

নয়া জামানা ঃ গ্যালারির উন্মাদনা তৈরি করা তারকা নন রড্রি। তাঁর লক্ষ্য গোল বা ড্রিবলিং নয়, বরং মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণে রেখে দলকে জেতানো। তবু ৩০ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার নিজের পজিশনে বিশ্বসেরাদের একজন, আর তাঁকে পেয়ে দারুণ খুশি বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক।লা মাসিয়ার চিরাচরিত পাসিং-ফুটবল ঘরানার বাইরে থেকে আসা রড্রি শারীরিকভাবে শক্তিশালী, ট্যাকলে দক্ষ ও দূরপাল্লার শটে পারদর্শী। পেপ গুয়ার্দিওলার অধীনে দীর্ঘদিন খেলার অভিজ্ঞতা তাঁকে আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সেরা কৌশলী মস্তিষ্কে পরিণত করেছে, যা ফ্লিকের হাই-প্রেসিং কৌশলে মাঝমাঠের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হবে।গত ১৮ অগস্ট কাতালোনিয়ায় পৌঁছানোর পরই রড্রিকে নিয়ে যাওয়া হয় বার্সেলোনার বিখ্যাত এক রেস্তোরাঁয়, যেখানে

সমর্থকদের ভিড়ে ব্যারিকেড বসাতে হয়। প্রেসিডেন্ট লাপোর্তা এই চুক্তি থেকে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছেন;আর্থিক সংকট ও রিয়াল মাদ্রিদের এমবাপে-প্রাপ্তির মধ্যেও রিয়ালকে টপকে স্পেন অধিনায়ককে দলে টানা তাঁর কেরিয়ারের বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে।অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে অভিষেক হওয়া রড্রি নিজেও এই নতুন অধ্যায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। প্রায় ৭৬.৫ মিলিয়ন ইউরোর এই চুক্তির পূর্ণ পরীক্ষা অবশ্য বাকি এখনও;মরসুমের দ্বিতীয়ার্ধে বার্নাব্যুতে রিয়াল সমর্থকদের বৈরী প্রতিক্রিয়ার মুখে।মুখি হতে হবে তাঁকে। তবে ক্যাম্প ন্যুতে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গেছেন এই মিডফিল্ডার।

স্মিথের স্টাইলে দেব

প্রশ্নের মুখে খেলোয়াড় বাছাই প্রক্রিয়া

নয়া জামানা ঃ দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে দেব চৌধুরী নামে এক ক্রিকেটারের নিউ দিল্লি টাইগার্স দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে বড়সড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এর জেরে খেলোয়াড় বাছাইয়ের নিয়ম নিয়ে দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে সমাজমাধ্যমে ব্যাপক ট্রোলের মুখে পড়তে হচ্ছে। বর্তমানে লিগ টেবিলের একেবারে তলানিতে থাকা নিউ দিল্লি টাইগার্স ১০ ম্যাচে মাত্র ১টিতে জয় পেয়েছে, আর তারই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে দেবের ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ের ভিডিও।ওপেনার হিসেবে এখনও পর্যন্ত মাত্র ২টি ম্যাচ খেলেছেন দেব; একটিতে ২ বলে শূন্য, অন্যটিতে ২৪ বলে ১৬ রান। দ্বিতীয় ইনিংসের পারফরম্যান্স নিয়েই যত চর্চা, কারণ স্টিভ স্মিথের ধাঁচে ব্যাটিং স্ট্যান্স নিলেও সেভাবে খেলতে পারেননি তিনি, এমনকি পাওয়ার প্লেতে এক স্পিনারের বিরুদ্ধে ৫টি ডট বলও খেলেন। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, এমন খেলোয়াড় কীভাবে দিল্লি প্রিমিয়ার

লিগে সুযোগ পেলেন।এবারের মরশুমে ডিপিএল প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নিলামের বাইরে থেকে ৩ জন খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, শর্ত ছিল অন্তত ৫টি ডিডিসিএ লিগ ম্যাচের অভিজ্ঞতা। ডিডিসিএ অ্যাপেক্স কাউন্সিলের একাংশ আগেই এই নিয়মের বিরোধিতা করে অযোগ্য খেলোয়াড়দের সুযোগ পাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।দেবের ক্রিকেট কেরিয়ার সম্পর্কে বিশেষ তথ্য না মিললেও, জানা গেছে তিনি ভারতীয় পেসার প্রিন্স যাদবের সঙ্গে খেলেছেন। ক্লাব সূত্রে দাবি, প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রদীপ সাংওয়ানের সুপারিশে তিনি ক্লাবে আসেন, তবে মাত্র দুই ম্যাচ পরই এক কর্তা তাঁর বাবাকে ছেলেকে আর না পাঠানোর অনুরোধ জানান। কিছু সূত্রের দাবি, ক্লাব মালিকের সঙ্গে দেবের বাবার ঘনিষ্ঠতাই তাঁর নির্বাচনের কারণ। এই ক্লাবের কোচ বিরাট কোহলির ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা, তবে এ বিষয়ে প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলেনি তাঁর কাছ থেকে।

ব্রাসেলস ফাইনালে নীরজ

পাথিরাগে-চ্যালেঞ্জ

নয়া জামানা ঃ জুরিখ ডায়মন্ড লিগে অংশ না নিয়েও ব্রাসেলসের মেগা ফাইনালের টিকিট পাকা করে ফেললেন নীরজ চোপড়া। দোহা ও লুসানে অর্জিত পয়েন্টের সুবাদেই মরসুমের শেষ প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নিলেন টোকিও অলিম্পিক সোনাজয়ী এই জ্যাভলিন থ্রোয়ার। আগামী ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল।গত ১৯ জুন দোহায় মরসুম শুরু করেছিলেন নীরজ। সেখানে ৮৫.৬৯ মিটার ছুড়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করে ৫ পয়েন্ট পান। এরপর ২১ অগস্ট লুসানে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন;৮৮.০৫ মিটার, যা চলতি মরসুমে তাঁর সেরা থ্রো। সেখানে দ্বিতীয় হয়ে আরও ৭ পয়েন্ট যোগ হয় ঝুলিতে। দুই মিট মিলিয়ে মোট ১২ পয়েন্ট নিয়েই ফাইনাল নিশ্চিত করেন তিনি, যদিও ২৭ অগস্ট জুরিখ মিটে অংশ নেননি।মে থেকে সেপ্টেম্বর;মোট ১৪টি মিট নিয়ে আয়োজিত এই লিগে যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম স্থানাধিকারী পান

৮ পয়েন্ট, বাকিরা যথাক্রমে কমতে থাকা পয়েন্ট। নীরজের পাশাপাশি নজর কেড়েছেন কেনিয়ার জুলিয়াস ইয়েগো, জুরিখে পঞ্চম হয়ে যাঁর সংগ্রহ ১৩ পয়েন্ট।তবে ফাইনালে নীরজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগে। জুরিখে ৯২.০৭ মিটারের বিশাল থ্রোয়ে তালিকার শীর্ষে তিনি। চলতি বছর মেগা ইভেন্টে ইতিমধ্যে তিনবার নীরজকে হারিয়েছেন পাথিরাগে, সাম্প্রতিক গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসেও যেখানে নীরজ রুপো জিতেছিলেন। অ্যান্ডারসন পিটার্স, কেশর্ন ওয়ালকট, কার্টিস থম্পসনের মতো তারকারাও থাকবেন লড়াইয়ে।২০২২ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডায়মন্ড লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নীরজ, এরপর তিনবার রানার্স-আপ। ব্রাসেলসে এবার পুরনো রাজত্ব পুনরুদ্ধারের সুযোগ তাঁর সামনে।

এশিয়ান গেমসে পরিকাঠামোর অভাব, দ্বিধায় ভারত

নয়া জামানা ঃআগামী এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট আয়োজনকে ঘিরে পরিকাঠামোগত বিশাল ফাঁক থেকে গিয়েছে বলে উঠে এসেছে অভিযোগ। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে, বিশেষত ভারত, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার মতো টেস্টখেলিয়ে দেশগুলো অংশ নেওয়া সত্ত্বেও এই অব্যবস্থার যুক্তি ধোপে টেকে না। আগামী ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আইচি-নাগোয়া গেমসের এই পরিস্থিতি অত্যন্ত নেতিবাচক বলেই মনে করা হচ্ছে।২০২৩ সালে চিনের হাংঝাউ এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিল ভারত। বৃষ্টির কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনাল ভেস্তে গেলেও শীর্ষ বাছাই হওয়ার সুবাদে খেতাব ঘরে তোলে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন দল। এবার সেই খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যেই পূর্ণশক্তির দল ঘোষণা করেছিল বোর্ড। কিন্তু জাপানের অব্যবস্থার জেরে সেই পরিকল্পনায় এখন অনিশ্চয়তার ছায়া। আয়োজকদের গাফিলতি প্রমাণিত হলে মেগা স্কোয়াড বাতিল করে আনকোরা দল পাঠানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।তবে আপাতত ঘোষিত দলে তারকার ছড়াছড়ি। শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন পুরুষ দলে রয়েছেন ঈশান কিষাণ, সঞ্জু স্যামসনের মতো মারকুটে

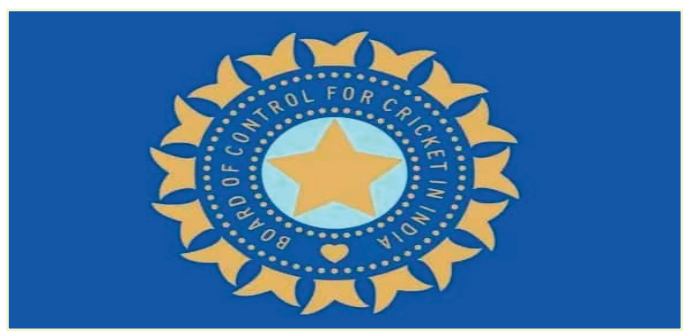

ব্যাটার, জসপ্রীত বুমরা-অর্শদীপ সিংয়ের মতো পেসার এবং ১৫ বছরের বিস্ময়-বালক বৈভব সূর্যবংশীও। মহিলা দলে নেতৃত্বে হরমনপ্রীত কৌর, সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা, সঙ্গে রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মার মতো পরিচিত মুখ।পুরুষ দল-শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষাণ, শিবম দুবে, তিলক বর্মা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশকুমার রেড্ডি, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, বৈভব সূর্যবংশী, জসপ্রীত বুমরা।মহিলা দল- হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানা, শেফালি বর্মা, জেমাইমা রদ্রিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, জি. কমলিনী, ভারতী ফুলমালি, শ্রী চরণী, রেণুকা ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, রাধা যাদব, নন্দিনী শর্মা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।